বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বুলেটিন
সংখ্যা ▸১১৪ | বর্ষ ▸১৪ | ডিসেম্বর ▸২০১৯ সংখ্যা

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদক-দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে : প্রধানমন্ত্রী
পৃষ্ঠা: ০১

বাংলাদেশে মাদক তৈরি হয় না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
পৃষ্ঠা: ০৩

আকাশপথে ইয়াবা পাচারের চেষ্টা
পৃষ্ঠা: ০৩-০৫

মাদকের নতুন পথ রৌমারী-রাজীবপুর সীমান্ত
পৃষ্ঠা: ০৫

আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাড়িতেই ক্যাসিনো-বার!
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি সফল অভিযান
পৃষ্ঠা: ০২

অভিযান ও মামলা
পৃষ্ঠা: ০৬-১১

গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম
পৃষ্ঠা: ১১-১২

www.dnc.gov.bd

জীবনকে ভালবাসুন
মাদক থেকে দূরে থাকুন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০
ই-মোইল : dgdncbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd

মাদক-দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে : প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ছবি সংগৃহীত)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদক ও সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকারের চলমান অভিযান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সমাজের এই 'অসুস্থতা' নির্মূল করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, এক শ্রেণির মানুষ ঘুষ-দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে, সন্ত্রাস করে, লোকজনের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করতে চায় এবং তারা বলতে চায় যে 'মুই কি হনুরে'। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা চাই জনগণের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতা থাকবে না এবং সমাজের এই অসুস্থতা নির্মূল করতে হবে।

১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় স্পেনে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মাদ্রিদের হোটেল ভিলা মাগনায় এ অনুষ্ঠানে স্পেনে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ২১ বছর ধরে দেশ শাসনকারীদের অপকর্মের কারণে অনেক ময়লা ও আবর্জনা জমে গেছে এবং মানুষের চরিত্রে ভাঙন ধরেছে। আমরা সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছি। দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এ অভিযান চলবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বাংলাদেশের জনগণের একজন সার্বক্ষণিক কর্মী। আমি বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছি; যাতে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকার মানুষ আমাদের কাজের সুফল পেতে পারে।

তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষ ঘুষ-দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে, সন্ত্রাস করে, লোকজনের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করতে চায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসৎ পথে থেকে 'বিরিয়ানি' খাওয়ার চেয়ে সৎ পথে থেকে 'নুন-ভাত' খাওয়া অনেক ভালো। আমরা জাতির জনকের কাছ থেকে এ শিক্ষা পেয়েছি। আমাদের নতুন প্রজন্মকে এ শিক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের নাম শুনলে অন্য দেশের মানুষ এখন বাংলাদেশকে সম্মান করে। কিন্তু তারা আগে জানত যে- বাংলাদেশ হচ্ছে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতির দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের কল্যাণে তার সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, প্রবাসীদের উৎসাহিত করতে রেমিটেন্স পাঠালে সরকার ২ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় বাংলাদেশ পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু এখন সে দুর্নাম ঘুচে গেছে। বিএনপিকে ভোট জালিয়াতির মাস্টার হিসেবে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা 'হ্যাঁ-না'র রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন, ঢাকা-১০, মিরপুর এবং মাগুরা উপনির্বাচনের মতো জালিয়াতির নির্বাচন করেছে। তারাই ভোট জালিয়াতির মাস্টার। আবার এখন তারা নীতিকথা শোনাচ্ছে!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের জিডিপির হার ৮ দশমিক ১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে জানিয়ে বলেন, আমরা প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছি এবং আমরা চাই যে, একটি বাড়িও অন্ধকারে থাকবে না।

তিনি বলেন, উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব।

আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাড়িতেই ক্যাসিনো-বার!

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি সফল অভিযান

রাজধানীর গুলশানে গতকাল চলচ্চিত্র প্রযোজক ও ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাসায় অভিযান চালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। অভিযানে বিপুল পরিমাণ মদ ও ক্যাসিনো সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। ছবি : *কালের কণ্ঠ*

রাজধানীর গুলশানে ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে চালানো এই অভিযানে ২০,৫০,০০০ টাকার সমমূল্যের বিপুল পরিমাণ মদ, গাঁজা, সিসা, বিয়ার ও ক্যাসিনোর সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

এই ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ০৩ (তিন) জনকে আসামী করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর সারণি ২৪ (ঘ), ২৯ (ক), ১৯ (ক) এবং ২৪(ক) ধারায় গত ২৭/১০/২০১৯ তারিখে গুলশান থানায় অধিদপ্তরের পরিদর্শক মো: সামশুল কবির ও উপপরিদর্শক আতাউর রহমান বাদী হয়ে দুটি মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামীরা হলো ওমর মোহাম্মদ ভাই (৪০), মো: নবীন মন্ডল (৪৮) ও মো: পারভেজ (২৪)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএনসি জানতে পারে যে, গুলশানে তার বাড়িতে গোপনে মাদক ও ক্যাসিনোর কারবার চলছিল। অভিযানের সময় বাসার কেয়ারটেকারসহ নবীন ও পারভেজ নামের দুজনকে আটক করা হয়েছে।

ডিএনসির ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ খোরশিদ আলম সাংবাদিকদের বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অতিরিক্ত পরিচালক ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয় গুলশান-২ নম্বর সার্কেলের ৫৭ নম্বর সড়কের ১১/এ ও ১১/বি নম্বর বাড়িতে। তিনি বলেন, 'বাসায় মদের মিনি বারে অবৈধ মাদক বিক্রি ও সেবন করা হয়, মজুদও করা হচ্ছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভিযানে এসে বাড়ির ছাদে একটি মিনি বারের সন্ধান পাই।

সেখান থেকে বিদেশি ৩৮২ বোতল মদ, ২৪ ক্যান বিয়ার, দুই প্যাকেট সিসা (চার কেজি) ও ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।' তিনি আরো বলেন, এ ছাড়া এই ভবনে অভিযান চালিয়ে ক্যাসিনো পরিচালনার বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন– কয়েন, কার্ড, গুটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া আজিজ মোহাম্মদের ভাই রাজা মোহাম্মদের বাসা থেকে আট বোতল মদ জব্দ করা হয়।

অভিযানকারী দল বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করে। বাড়িটিতে আজিজ মোহাম্মদের ভাই রাজার পরিবার থাকে। আজিজের পরিবার সেখানে থাকে না। ভবনটির তিনটি তলায় অবৈধ সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। সেখানে মদ জড়ো করে পাইকারি বিক্রি করা হচ্ছিল।

আটক হওয়ার পর নবীন দাবি করেন, সাত-আট বছর ধরে তিনি বাড়িতে কাজ করলেও কখনো আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে দেখেননি। কমপ্লেক্সের মধ্যে দুটি বাড়ির একটির চারতলা ব্যবহার করেন আজিজের স্ত্রী নওরীন। দোতলায় থাকেন আজিজের ভাইয়ের ছেলে। ওই ভবনের অন্য তলায় কেউ থাকে না। আরেক ভবনের পাঁচ ও ছয়তলায় আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের দুই বোন সখিনা মীর আলী ও নুরজাহান হুদা বসবাস করেন। দোতলায় থাকেন বোনের সন্তানরা।

পারভেজ বলেন, তিনি এক মাস আগে এই ভবনের চারতলায় ওঠেন। যে কক্ষে মদ পাওয়া গেছে সেই কক্ষের দিকে যাওয়া তাদের 'নিষেধ ছিল' বলে দাবি করেন পারভেজ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বক্তব্য, "যেখানেই অবৈধ মাদকের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানেই তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করে দেশকে মাদকমুক্ত করা হবে।"

আসুন আমরা সবাই মিলে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

বাংলাদেশে মাদক তৈরি হয় না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আসাদুজ্জামান খান, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ছবি সংগৃহীত)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, বাংলাদেশে কোনো মাদক তৈরি হয় না, তবে এর আগ্রাসনে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।

ঢাকার নবাবগঞ্জে সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে কমিউ-নিটি পুলিশিং সেল নবাবগঞ্জ থানা কর্তৃক আয়োজিত ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে, জঙ্গি ও মাদকবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'মাদকের ব্যাপারে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম মাদককে প্রশ্রয় দেয় না। আমরা কোনো মাদক তৈরি করি না, তবুও আমরা মাদকের আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। সমাজ থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গি ও মাদক নির্মূল করে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে নতুন প্রজন্মের কাছে একটি শান্তিময় বাংলাদেশ উপহার দিয়ে যেতে চাই।'

আসাদুজ্জামান খান বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে দেশের জনগণ সাড়া দিয়ে জঙ্গি দমনে এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশের মানুষ কোনো দিনই জঙ্গিবাদকে আশ্রয় দেয়নি। বাংলাদেশ কোনো দিনই সন্ত্রাসকে আশ্রয় দেয়নি।

অনুষ্ঠানের 'গেস্ট অব অনার' হিসেবে বক্তব্য দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ আসনের মাননীয় সাংসদ সালমান এফ রহমান।

ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার শাহ মিজান শাফিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ হাবিবুর রহমান, ঢাকা জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, ঢাকা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান। ঢাকা জেলা দক্ষিণ অপরাধ (তদন্ত) এএসপি মাসুম ভূঁইয়ার এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

নজরুল ইসলাম (৪৬) ও মোহাম্মদ জুবায়ের (২২) মিয়ানমারের আরাকানের বাসিন্দা। বহু বছর আগে বাংলাদেশে এসে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বসবাস করতেন এই দুই রোহিঙ্গা। দুজনই এ দেশে চাকরি করতেন একটি ওষুধ কোম্পানিতে। ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করার

আকাশপথে ইয়াবা পাচারের চেষ্টা

সময় ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গত ১২ জুন আকাশপথে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আসার পর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল এলাকা থেকে ৯ হাজার ইয়াবাসহ এদের আটক করা হয়।

দেশের সর্ববৃহৎ বিমানবন্দরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে প্রায়ই ইয়াবার চালান আটকের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। গত এক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের যৌথ অভিযানে ৯,০০০ পিস ইয়াবাসহ ০২ রোহিঙ্গা আটক

বছরে শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকা থেকে সোয়া লাখের বেশি ইয়াবা আটক করেছে বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এসব ইয়াবা পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে হাতেনাতে আটক ৬০ জন।

একইভাবে ঢাকায় পাচারের সময় কক্সবাজার বিমানবন্দরে গত আড়াই বছরে ৪০ জনের কাছ থেকে ৬০ হাজার ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশের দুটি বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার হয়েছে পৌনে দুই লাখ ইয়াবা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সড়কপথের তল্লাশি এড়াতে, সময় বাঁচাতে নতুন কৌশল হিসেবে ইয়াবা পাচারের জন্য আকাশপথকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

আকাশপথে পাচারের যত কৌশল

কোমরে বেল্ট বেঁধে, প্যান্টের পকেটে, প্যাকেট করে গিলে পেটের মধ্যে করে ইয়াবা আকাশপথে পাচার করা হয়। তবে ঝুঁকিপূর্ণ হলেও প্যাকেট গিলে ইয়াবা পাচার বেশি হয়ে থাকে। এ ছাড়া আকাশপথে ইয়াবা পাচারকারীদের একটি বড় অংশ হলো নারীরা। নারীদের শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে ছোট ছোট প্যাকেট করে ইয়াবা পাচার করে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আনা হয়।

পেটে নিরাপদে পাচার

২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ১৪ মাসে ২৬টি ঘটনায় শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকা থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৪৪টি ইয়াবা উদ্ধার করে এপিবিএন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সংস্থা দুটির এসব যৌথ অভিযানে ৬০ জনকে ইয়াবাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ১২ জন বিশেষ কৌশলে পেটের ভেতর করে ইয়াবা পাচার করে ঢাকায় আসেন। এই ১২ জনের পেটের ভেতর থেকে ৩২ হাজার ৫১০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ইয়াবা পাচারের ২৬টি ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় ৪৮টি মামলা হয়েছে।

ঢাকা ও কক্সবাজার বিমানবন্দরে জব্দ পৌনে দুই লাখ ইয়াবা পাচারকারীর পেটে থেকে উদ্ধার এক লাখ ইয়াবা

অন্যদিকে কক্সবাজার বিমানবন্দরে ঢাকায় পাচারের সময় ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত আড়াই বছরের বেশি সময়ে ৬০ হাজার ৮৩০টি ইয়াবাসহ ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কক্সবাজার জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার ৪১ জনের মধ্যে অর্ধেক পাচারকারী পেটে ইয়াবা বহন করে ঢাকায় যাচ্ছিলেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিমানবন্দর এপিবিএনের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্রেপ্তারের পর অধিকাংশ পাচারকারী নিজেদের বাহক হিসেবে দাবি করেন।

পেটের ভেতরে ইয়াবা পাচারের কারণ সম্পর্কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, পেটে করে ইয়াবা পাচারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৫০টির মতো ইয়াবা স্কচটেপে জড়িয়ে একটি জলপাই বা জামের আকৃতিতে প্যাকেট করা হয়। এ রকম ইয়াবা ভর্তি ৩০-৪০টি প্যাকেট কলা দিয়ে গিলে পাকস্থলীতে ঢোকানো হয়। পরে ঢাকায় পৌঁছে পায়ুপথ দিয়ে ইয়াবার প্যাকেটগুলো বের করে দেন পাচারকারীরা।

তবে ধরা পড়ার পর পেট থেকে ইয়াবা বের করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন অভিযানকারী কর্মকর্তারা। তারা জানান, শনাক্ত করার পর পাচারকারীকে এঙ-রে করা হয়। পানীয় বা স্যালাইন পচুর পান করানো হয় ইয়াবা পাচারকারীকে। তার পেট থেকে ইয়াবা বের করে আনতে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় চলে যায়। কোনো পাচারকারীর পেট থেকে সাড়ে চার হাজারের বেশি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ইয়াবা পেটের ভেতরে বের হলে পাচারকারীর সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন।

নারীদের ব্যবহার

গত ২৫ জানুয়ারি নভোএয়ারের একটি ফ্লাইটে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আসেন ইশা নামের এক নারী। গোপন সংবাদ পেয়ে শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এপিবিএন সদস্যরা। একপর্যায়ে ইশা তার শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গ থেকে ৭২০টি ইয়াবা বের করে দেন।

নারীদের ব্যবহার করে আকাশপথে ইয়াবার চালান ঢাকায় আনা হয়। আড়াই বছরে ঢাকা ও কক্সবাজার বিমানবন্দরে ১৪ জন নারী যাত্রীকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নারীদের দিকে নজরদারি কম থাকে। তাই ইয়াবা পাচারকারী চক্র নারীদের ব্যবহার করে থাকে। নারীদের শরীরের বিভিন্ন অংশে লুকিয়ে সহজে ইয়াবা বহন করা যায়। এ ছাড়া অনেক নারী পাচারকারী তাদের সঙ্গে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ, কোমর, শাড়ির ভাঁজে ইয়াবা বহন করেন।

এ ছাড়া সম্প্রতি বিশেষ ধরনের বেল্টে করে ইয়াবা পাচার করা হচ্ছে বলে জানান বিমানবন্দর এপিবিএনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, কক্সবাজারে অনেক নারীকে প্রলোভন দেখিয়ে ইয়াবা বহন করানো হয়। তা ছাড়া ইয়াবা পাচারে বিশেষ ধরনের বেল্ট ব্যবহার করা হয়। অর্থোপেডিক রোগীরা কোমরে যে বেল্ট ব্যবহার করেন, ইয়াবা পাচারকারীরা সেই ধরনের বেল্টে ব্যবহার করছেন। গত ১৮ আগস্ট ১০ হাজার ইয়াবা এভাবে বেল্টে লুকিয়ে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় এসে ধরা পড়েন জসিম উদ্দিন নামের এক যাত্রী।

কেন এই ঝুঁকি?

বেশি লাভ এবং নিরাপদে পাচারের জন্যই পেটের ভেতরে করে ইয়ারা বহনের ঘটনা বেশি ঘটছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, ২০১৭ সাল থেকে আকাশপথে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ইয়াবা পাচারের ঘটনা বেশি ঘটতে থাকে। কক্সবাজার বিমানবন্দরে ওই বছর বিভিন্ন সময় ১২ জন বিমানযাত্রীকে ১৭ হাজার ৬০০ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ জনের মধ্যে পাঁচজন নারী ছিলেন। ২০১৮ সালে কক্সবাজারে মাদকবিরোধী অভিযানের কারণে আকাশপথে ইয়াবা পাচার আরও বেড়ে যায়। এই বছর ২৮ জনকে ইয়াবা পাচারের অভিযোগ কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের কাছে পাওয়া যায় ৩৯ হাজার ৯০টি ইয়াবা। তবে চলতি বছরের আট মাসে কক্সবাজার বিমানবন্দরে ইয়াবা পাচারের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই পাচারকারীর কাছে ৪ হাজার ৬৮০টি ইয়াবা পাওয়া যায়।

কক্সবাজারে কমেছে, ঢাকায় বেড়েছে

কক্সবাজার বিমানবন্দরে ইয়াবা জব্দের ঘটনা কমলেও ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চিত্র ঠিক উল্টো। চলতি বছর কক্সবাজার বিমানবন্দরে ইয়াবা পাচারের ঘটনায় একটি মামলা হলেও ঢাকার বিমানবন্দর থানায় এই সংখ্যা ছিল ২৬। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩০ জন। আর ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে ৭১ হাজার ৮০১টি।

তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, কক্সবাজার বিমানবন্দরে নজরদারির অভাবে সহজেই আকাশপথে ইয়াবার চালান পাচার হয়ে ঢাকায় আসছে। তা ছাড়া কারও পেটের ভেতরে পাচার করা হলে ইয়াবা শনাক্ত করা করা যায় না।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (সিভিল এভিয়েশন) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ইয়াবার প্যাকেট গিলে পাচার করা হয়। এভাবে ইয়াবা আনা হলে পাচারকারীকে শনাক্ত করা যায় না। স্ক্যানার মেশিনে ধরা পড়ে না। তবে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি বলেই তো পাচারকারীরা বিমানবন্দরে ধরা পড়ছে। ছয়টি নতুন স্ক্যানার জাইকার কাছ থেকে আমরা খুব শিগগির পাব। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এগুলো পেয়ে যাব। অত্যাধুনিক এসব স্ক্যানার দিয়ে বডি স্ক্যান করা যাবে। এতে করে ইয়াবা যেভাবেই আনা হোক না কেন, পাচারকারীকে ধরা সম্ভব হবে।

ঢিলেঢালা তদন্ত

চলতি বছরের ১২ জুন ৯ হাজার ইয়াবাসহ নজরুল ইসলাম (৪৬) ও মোহাম্মদ জুবায়ের (২২) নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে বিমানবন্দর এপিবিএন। এদের পেটের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় এসব ইয়াবা। পরদিন ১৩ জুন বিমানবন্দর নজরুল ও জুবায়েরকে আসামি করে মামলা হয়। এ ঘটনার এপিবিএনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নজরুল ও জুবায়ের দুজনই রোহিঙ্গা।

তবে এরপর প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও দুই আসামির পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা বিমানবন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কবীর হোসেন বলেন, দুই আসামির মধ্যে জুবায়ের জাতিতে একজন রোহিঙ্গা। কয়েক বছর আগে মিয়ানমার থেকে কক্সবাজারে এসেছেন। তবে নজরুল ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর তদন্ত চলছে। আরও কিছু কাজ বাকি আছে। এগুলো সম্পন্ন হলে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হবে।

অন্যান্য মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আজম মিয়া বলেন, ইয়াবা পাচারের ঘটনায় সম্প্রতি যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলোর তদন্ত চলছে। তবে গত বছর থেকে ইয়াবা পাচারের অন্য যেসব মামলা রয়েছে, সেগুলোর চূড়ান্ত প্রতিবেদন খুব শিগগির আদালতে জমা দেওয়া হবে।

কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে ইয়াবাসহ মাদক পাচার রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। তিনি বলেন, 'আমরা ইয়াবা পাচারকারীদের নজরদারির মধ্যে রেখেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাচারকারীরা ধরা পড়ছে। ইয়াবা স্থানান্তর করাটা অত্যন্ত লাভজনক। তাই যেভাবে বা যেপথে সুযোগ পাওয়া যায়, পাচারকারীরা সেই পথই ইয়াবা বহনের জন্য বেছে নেয়। পাচার ঠেকাতে বা নজরদারি বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।'

মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে নতুন একটি জনবলকাঠামো পাওয়া গেছে। এর অংশ হিসেবে কক্সবাজার বিমানবন্দরে আমাদের একটি ইউনিট কাজ করবে। এই ইউনিটে সদস্যসংখ্যা হবে ৬ বা ৭ জন।

মাদকের নতুন পথ রৌমারী-রাজীবপুর সীমান্ত

মাদক কারবারিদের নতুন পথ হয়ে উঠেছে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ভারতীয় সীমান্ত। প্রতিনিয়ত ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা ঢুকছে বাংলাদেশে। গত দুই মাসে দেওয়ানগঞ্জ থানার পুলিশ ২৮ হাজার ৮৪৪টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করেছে।

জুলাই মাস থেকে হঠাৎ কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজীবপুর থেকে জামালপুর হয়ে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাস ও বিভিন্ন যানবাহনে ইয়াবা বড়ির বড় বড় চালান ধরা পড়ছে। এই পথে হঠাৎ ইয়াবা চালানের বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁদের কড়া নজরদারির কারণে প্রায় দিনই ইয়াবার চালান জব্দ হচ্ছে। এসব ইয়াবা জামালপুর থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় চলে যাচ্ছে।

পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেনের ভাষ্য, 'ভারত থেকে ইয়াবা পাচারের বিষয়টি আমাদের একটু ভাবিয়েই তুলেছে। তবে আমাদের ব্যাপক তৎপরতায় পাচারকারীরা সুবিধা করতে পারছে না। প্রতিনিয়ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তারা গ্রেপ্তার হচ্ছে।'

পুলিশ সুপার জানান, বিষয়টি নিয়ে গত ২১ আগস্ট ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য মেঘালয়ের শিলং শহরের হোটেল পাইন উডে বাংলাদেশের ১৪ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে একটি সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। সেখানে দুই দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে তিনি ভারতের সীমান্তে ইয়াবা পাচারের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিষয়টি তারা দেখবে।

দেওয়ানগঞ্জ থানা সূত্র জানায়, জুলাই থেকে গত রোববার পর্যন্ত ২৮ হাজার ৮৪৪টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়েছে। ৪১টি মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫৭ জন। এ ছাড়া ১৫ কেজি ৬৬৫ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মাদকের মূল্য ৮৭ লাখ টাকা।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দেওয়ানগঞ্জের পাথরের চর, বাঘারচর, তারাটিয়া এলাকায় ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। এ ছাড়া রাজীবপুর এলাকার খেয়ারচর, দাঁতভাঙা ও আগলার চর এলাকার ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে ইয়াবার বড় বড় চালান ঢুকছে দেশে। মাদক কারবারিরা এসব চালান যাত্রীবাহী বাস ও বিভিন্ন যানবাহনে করে জামালপুর হয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করছেন।

দেওয়ানগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এম ময়নুল ইসলাম বলেন, আগে রৌমারী-রাজীবপুর হয়ে জামালপুরে ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদ আসত। তবে হঠাৎ করে জুলাই থেকে এ পথে ইয়াবা আসতে শুরু করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ভারতীয় অন্য সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নজরদারি থাকায় মাদক কারবারিরা হঠাৎ পথ পরিবর্তন করে এ সীমান্তকে বেছে নিয়েছেন। এসব ইয়াবা ভারত থেকে আসছে। অনেক সময় রৌমারী-রাজীবপুর সীমান্ত আবার জামালপুরের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে মাদক কারবারিরা ইয়াবার চালান নিয়ে আসেন। পুলিশের এই পথে ব্যাপক নজরদারি রয়েছে।

পুলিশ সুপার জানান, এ অঞ্চলের দুই দেশের সীমান্তে আগে যারা হেরোইন, ফেনসিডিল ও ভারতীয় মদ আনা-নেওয়া করতেন, তারাই এখন ইয়াবা আনা-নেওয়া করছেন। অন্য সীমান্ত ছেড়ে ইয়াবা পাচারের জন্য মাদক কারবারিরা এখন জামালপুর ও রৌমারীর সীমান্ত ব্যবহার করছেন। তবে পুলিশের ব্যাপক তৎপরতার কারণে তারা মাদকসহ গ্রেপ্তার হচ্ছেন।

পুলিশ সুপার বলেন, 'একটু ভাবনার বিষয়, এসব ইয়াবা ভারত থেকেই কিন্তু আসছে। এর সঙ্গে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মাদক কারবারিরা জড়িত। বাংলাদেশে আমরা কয়েকজন গডফাদারের নামও ইতিমধ্যে পেয়েছি। এ পথে সার্বক্ষণিক আমাদের নজরদারি রয়েছে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ (সচিব) পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতীয় শোকদিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদের (সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় অধিদপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন (ডিইএ) এর উদ্যোগে গত ২৬-২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে দুবাইতে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী কনফারেন্সের স্থির চিত্র। গ্রুপ ছবির বাম দিকে ৫ম অবস্থানে ডিএনসি বাংলাদেশের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদের (সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) এবং ৩য় অবস্থানে পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) জনাব এস এম জাকির হোসাইন।

গত ০৬ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, নরসিংদীর 'কিয়স্ক' এর শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন। স্থাপিত কিয়স্কের মাধ্যমে মাদকবিরোধী শ্লোগান, শর্ট ফিল্ম, নাটিকা, টিভিসি ও বিজ্ঞাপন সম্বলিত প্রচার-প্রচারণা চলমান রয়েছে।

অভিযান ও মামলা

১. নরসিংদী জেলায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে মাদকবিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালিত।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং মাদকমুক্ত নরসিংদী গড়তে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন-এর নির্দেশনা অনুযায়ী গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নরসিংদী সদর উপজেলাধীন আরশিনগর ও নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. শাহরুখ খানের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় পৃথক দুটি অভিযানে ০৮ জন অভিযুক্তকে মাদক সেবন ও বহনের দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। একই তারিখে অপরাহ্নে মনোহরদী উপজেলার দৌলতপুর ও একদুয়ারিয়া ইউনিয়নে মাদক বিরোধী টাস্কফোর্স বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাফিয়া আক্তার শিমুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযানের একটি টিম এবং মনোহরদী থানার পুলিশ ফোর্স উপস্থিত ছিলেন। মনোহরদী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসসাদিকজামান মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের যৌথ এ অভিযানে দৌলতপুর ইউনিয়নের কোচেরচর

বাজার সংলগ্ন স্থানে অভিযুক্ত একজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ০৬ (ছয় মাসের) বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসন, নরসিংদীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, অভিযানকালে বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক বক্তব্যও প্রদান করা হয়।

২. গত ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ধামরাই উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বাগনগর এলাকা থেকে ইয়াবা ব্যবসায়ী আবদুল্লা আল আরিফ (২০) কে ৩৬ (ছত্রিশ) পিচ ইয়াবাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার ও ধামরাই থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

৩. গত ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কর্তৃক মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন আটিবাজার খোলামোড়া মডেল টাউন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা সংরক্ষণের অপরাধে আসামি নার্গিস বেগম (৪৫) ও সালমা বেগম (৩০) কে গ্রেফতারপূর্বক সাঁজা প্রদান।

৪. গত ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কর্তৃক মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে নবাবগঞ্জ থানাধীন মোহনপুর, দৌলতপুর, আনধার কোটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও গাঁজা সংরক্ষণপূর্বক সেবনের অপরাধে মো. সুজন দেওয়ান (৩০), ইয়ানুস খাঁ (৭৫), শহিদুল ইসলাম ওরফে কাংগালী বাউল সাধীন (৪৮)কে হাতেনাতে গ্রেফতারপূর্বক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যেককে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান ।

৫. গত ১৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক দোহার থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে মধুরচর এলাকা থেকে ২০০ (দুইশত) গ্রাম গাঁজাসহ আসামি মো. সালাম মোল্লা(৪৫) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করে দোহার থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। পরে কাজিরচর ও রাধানগর এলাকার অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও মদ সংরক্ষণের অপরাধে আসামি মো. হাবিবুর হমান শামীম (৩৫) ও শেখ রুবেল (২৫) কে গ্রেপ্তারপূর্বক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১ জনকে ০৩(তিন) মাসের ও ২য় জনকে ০১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

৬. গত ১৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন, নাটোর জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ইয়াবা সহ ০৬ জনকে আটক করে। পরে গ্রেফতারকৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

৭. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ জেলা কর্তৃক মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে পুলিশ লাইনস সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডের পাশে রাস্তায় মো. মহিউদ্দিন (১৯) কে ৪০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আসামিকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০/- টাকা জরিমানা করেন।

৮. গত ০৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক সাভার উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কুটিবাড়ী পানপাড়া, রাজফুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ী মো. জলিল (৩২)কে ৫০ (পঞ্চাশ) পিচ ইয়াবাসহ গ্রেফতারপূর্বক সাভার মডেল থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। তাছাড়া আশুলিয়া থানাধীন নিরিবিলি বস্তি ও শান্তিনগর চারালপাড়া এলাকায় ইয়াবা ও গাঁজা সংরক্ষণ পূর্বক সেবনের অপরাধে ০৬ (ছয়) জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা প্রদান করা হয়।

৯. গত ০৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ধামরাই উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ভাড়ারিয়া এলাকা থেকে ৩০০ পিস ইয়াবাসহ সুজেলা বেগম (৩৭), নান্দেশ্বরী এলাকা থেকে ২০ পিস ইয়াবাসহ মো. বাছেদ (৪৫), শরীফবাগ এলাকা থেকে ১২০ গ্রাম গাজা এবং গাজা বিক্রির ১৪,৪০০ টাকাসহ মো. শাহজাহান ওরফে শারজু (৪১) কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় তাদের বিরুদ্ধে ধামরাই থানায় ০৩ (তিন)টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। অন্যদিকে গাঁজা সেবন ও সংরক্ষণের অপরাধে রুপালী বেগম (৩২) কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অর্থদন্ড প্রদান্ করা হয়।

১০. গত ০১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন নয়াবাজার মক্কা হাউজিং ও বেউতা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ (এগারো) পিচ ইয়াবাসহ মো. সালাউদ্দিন (৪০) ও মো. আবদুল্লাহ (৩৪) কে গ্রেফতার করে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুজনকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

১১. গত ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কর্তৃক মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে কেরানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে শিকারীটোলা এলাকা থেকে ইয়াবা ব্যবসায়ী মো. টিপু সুলতান (২৫) ও পবিত্র ঘোষ (২২) কে ৫১০ (পাঁচশত দশ) পিচ ইয়াবাসহ এবং আটিবাজার পাচদোনা এলাকা থেকে রোজিনা আকতার ওরফে সারমিন (৩০) কে ১২০ (একশত বিশ) পিচ ইয়াবাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। পরে ০৩(তিন) জন আসামীর বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় দুইটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

১২. গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের সাভার মডেল ও আশুলিয়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ২০ (বিশ) গ্রাম হেরোইন, মাদক বিক্রির নগদ ১৮৯২০/- টাকা এবং মাদক বিক্রয়ে ব্যবহৃত ০২টি মোবাইল সেটসহ সাভার উপজেলার হেরোইন ব্যবসায়ী মো. রিপন (৩৪) কে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া গ্রেফতারকৃত আসামীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম হেরোইনসহ আনন্দপুর এলাকা থেকে মো. মনারুল ইসলাম (২১), বিশমাইল এলাকা থেকে মো. শফিক(৩৭) ও নিরিবিলি এলাকা থেকে মো. রহমত আলী (৪২) সহ আরো তিনজন আসামীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে সাভার মডেল থানায় দুইটি ও আশুলিয়া থানায় দুইটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।
একইদিনে গাজা সংরক্ষণ ও সেবনের অপরাধে ০৩(তিন) জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা প্রদান করা হয়।

১৩. গত ২১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা এর প্রসিকিউশনে দোহার থানাধীন জয়পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা সংরক্ষণ ও সেবনের অপরাধে অভিযুক্ত মো. রাজিব (২৬) ও মিরাজ(২৫)কে গ্রেফতার করে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ০১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

১৪. সাভারে নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ১০জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার ।

গত ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক সাভার উপজেলার রাজাসন এলাকা থেকে ৮০ পুড়িয়া (৮ গ্রাম) হেরোইনসহ মো.নাদিম এবং মজিদপুর এলাকা থেকে ০৩টি বড় গাজা গাছ (প্রায় ১০ কেজি) সহ মো. আবু মিয়াকে গ্রেপ্তারপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে সাভার মডেল থানায় দুটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা রাজাসন এলাকা থেকে মো. বাবুল মিয়াকে ০৬ পিস ইয়াবাসহ, সামাইর এলাকা থেকে মো. শুক্কুর আলীকে ০৫ পিস ইয়াবাসহ, চাপাইন এলাকা থেকে মো. শাহ আলমকে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ, ডগরমোড়া এলাকা থেকে মো. তরিকুল ইসলামকে ০৫ পিস ইয়াবাসহ, মজিদপুর এলাকা থেকে মো. জিয়াকে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ, সামাইর এলাকা থেকে মো. আবুল হোসেনকে ০৬ পিস ইয়াবাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রত্যেককে ০৩ মাস করে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মজিদপুর এলাকা থেকে মো. বিল্লাল শেখকে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করে ১৫ দিনের কারাদন্ড ও ডগরমোড়া এলাকা থেকে মোছা. রোজিনা আক্তারকে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করে অর্থদণ্ডে দন্ডিত করা হয়।

১৫. গত ২৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক উপপরিচালক জনাব আহসানুর রহমান এর নেতৃত্বে ধামরাই থানাধীন হাজীপুর এলাকা থেকে কুখ্যাত ইয়াবা ব্যবসায়ী সাগর মাহমুদ (৩০)কে ৪৮ (আটচল্লিশ) পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও ইয়াবা বিক্রির নগদ ১১,৫০০/- (এগারো হাজার পাঁচশত) টাকা, ইয়াবা বিক্রয় কাজে ব্যবহৃত দুটি মোবাইল সেটসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে ধামরাই থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

১৬. গত ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক নবাবগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দপুর হতে ইয়াবা ব্যবসায়ী তুহিন খান @ পিকে (২৮), ৩০ (ত্রিশ) পিচ ইয়াবাসহ এবং বিলপল্লী এলাকায় মো. মোসলেম ফকির (৬৫), ৪০ (চল্লিশ) লিটার চোলাই মদ ও ৪০০ (চারশত) লিটার ওয়াশ(জাওয়া) সহ গ্রেফতার ও মো. জুয়েল ফকির (৩৫) (পলাতক)। উক্ত ঘটনাদ্বয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে নবাবগঞ্জ থানায় দুইটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

১৭. গত ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ এর ভৈরব সার্কেল কর্তৃক ভোর ভৈরব থানাধীন লক্ষিপুর মধ্যপাড়া এবং মানিকদী থেকে গাঁজাসহ যথাক্রমে মো. রুস্তম (৫২) এবং উজ্জ্বল (৩০) কে আটকপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ভৈরব থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় ০২টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

মাদকের ধ্বংসক্ষমতা পারমানবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী।

১৮. গত ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর থানাধীন হাজীরগল গ্রামের মাদক বিক্রেতা মো. মুরশিদ সিধা'র স্ত্রী শাহেরা খাতুন(৪০) কে ২০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তারপূর্বক কিশোরগঞ্জ সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

১৯. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক গত ২৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সদর থানা এলাকা হতে ১০০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটর সাইকেলসহ মো. এমদাদুল হক ও মো. সবুজ আলী নামক ০২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার। পরে তাদের বিরুদ্ধে সদর মডেল থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

২০. গত ০৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক শিবগঞ্জ থানাধীন তেলকুপি এলাকা হতে ৮০০ বোতল ফেনসিডিলসহ মো. শাজাহান (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতারপূর্বক সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

১. গত ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আ, জ, ম নাছির উদ্দিনের হাতে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত এম্বুশড ফেস্টুন, এনুয়াল ড্রাগ রিপোর্ট, স্যুভেনিয়র ও মাদকবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত স্কেল তুলে দেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো. মজিবুর রহমান পাটওয়ারী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপ পরিচালক জনাব শামীম আহম্মেদ ও সহকারী পরিচালক জনাব মো.এমদাদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মেট্রো।

২. জেলা ও দায়রা জজ রাজশাহী, মীর শফিকুল আলম মহোদয়কে অদ্য ২৭ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ মাদক গ্রহনের ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব চিহ্নিত "মানব কঙ্কাল" এবং "স্কেল" প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর দায়রা জজ, সিজিএম, সিএমএম এবং রাজশাহীর বিচার বিভাগের সকল বিজ্ঞ বিচারক মহোদয়গণ। রাজশাহীর প্রতিটি আদালতের দৃশ্যমান স্থানে "মানব কঙ্কালটি" লটকানোর জন্য জেলা জজ নির্দেশ দিয়েছেন ।

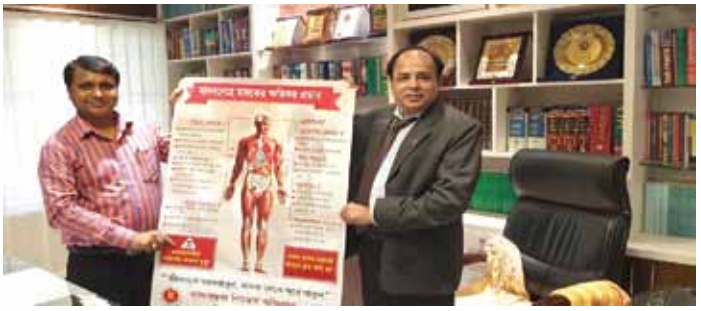

৩. গত ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, পাবনা এর উপ-পরিচালক, পাবনা জেলা কারাগারের জেলার এর নিকট গনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারাগারের অভ্যন্তরে সাঁটানোর লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ডিজিটাল ফেষ্টুন প্রদান করেন এবং কারাবন্দীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৪. গত ৫ আগস্ট ২০০১৯ তারিখে দিনাজপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও জেলা কারাগারের যৌথ উদ্যোগে মাদক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে কারাবন্দীদের সাথে মতবিনিময় সভা ও মাদক বিরোধী শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম।

ফরিদপুরের শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী স্কেল বিতরণ।

৩৭ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

CAPTION STORY: বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিকুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার বিষয়ের ওপর গত ২০ থেকে ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ (সচিব) এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন শাখার পরিচালক জনাব এস এম জাকির হোসেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডা. সৈয়দ ইমামুল হোসেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন তাদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

গত ০৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অধিদপ্তরের অফিস সহকারীদের ৩০ দিন ব্যাপী 'অফিস ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ (সচিব) ।

‘মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস’ ২৬ জুন, ২০১৯ উপলক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ডিজিটাল ভ্যান উদ্বোধন করেন উদ্বোধন করেন। এসব ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরে ১৫ দিনব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচারকার্যক্রম চালানো হয়।

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

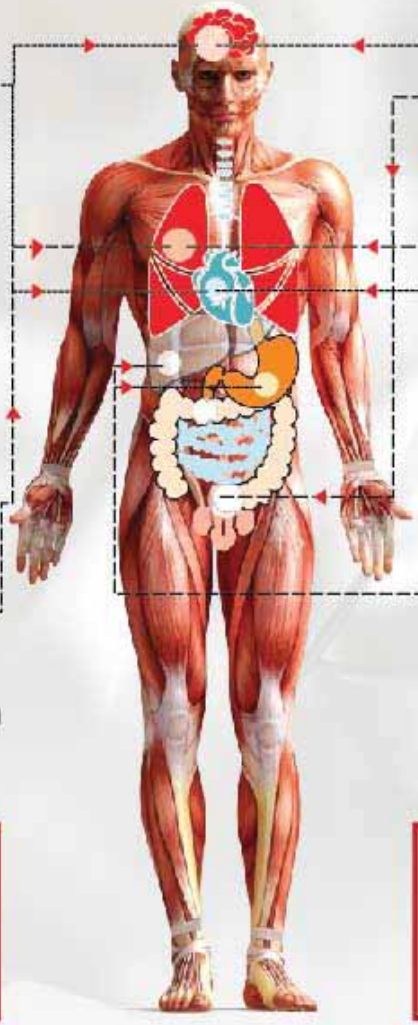

ইয়াবা সেবনে ঃ

- স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
- যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
- লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়।
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়।
- কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

গাঁজা সেবনে ঃ

- ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
- মতিভ্রম হয়।

ফেন্সিডিল/ হেরোইন সেবনে ঃ

- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- ফুসফুস ও হার্টে প্রদাহ হয়।

মদ্য পানে ঃ

- গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয়।
- লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।

ধূমপানে ঃ

- মুখে ঘা ও ক্যান্সার হয়।
- ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।

ইনজেকশনের মাধ্যমে ঃ

- মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়।

মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু

সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।

“ জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন ”

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, ৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd